৬/৭/২০০১

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

বেসরকারী শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের মহাঅবস্থান ধর্মঘট চলছে। গত সোমবার জাতীয় শহীদ মিনারে এই কর্মসূচী শুরু হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সুনির্দিষ্ট ৬ দফা দাবীসহ অন্যান্য দাবী বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট আন্দোলন করে আসছে। ইতোপূর্বে ঐক্যজোটের পক্ষ থেকে সমাবেশ, মহাসমাবেশ, ধর্মঘট, প্রধানমন্ত্রীর অফিস ঘেরাও, প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ ইত্যাদি কর্মসূচী পালিত হয়েছে। সরকার দাবী-দাওয়া বাস্তবায়নে কোনরূপ পদক্ষেপ না নেয়ার প্রেক্ষাপটে এই মহাঅবস্থান ধর্মঘট শুরু হয়েছে। নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন, দাবী-দাওয়া অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীন, বাংলাদেশ অধ্যক্ষ পরিষদ এবং বাংলাদেশ শিক্ষক প্রতিষ্ঠান কর্মচারী ফেডারেশন– এই ৫টি বেসরকারী সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের ৬টি দফা হলো ঃ সরকারী স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার অনুরূপ বেসরকারী স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের শতকরা ১০০ ভাগ বেতন-ভাতা নিশ্চিতকরণ; ১৯৯৬ সালে প্রেসিডেন্টের ৬নং অধ্যাদেশ অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর সুবিধা ভাতা বাস্তবায়ন; শিক্ষকদের অধিকার, কর্তব্য ও মর্যাদা বিষয়ক ১৯৬৬ সালের ইউনেস্কো-আইএলও সনদের ধারা বাস্তবায়ন; জনবল কাঠামো নীতিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন; স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার সকল ক্ষেত্রে সকল বৈষম্য দূরীকরণ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের চাকরিবিধি বাস্তবায়ন। এর বাইরে গুরুত্বপূর্ণ দাবী-দাওয়ার মধ্যে রয়েছে, গত বছর ২৪ আগস্ট সরকারের সঙ্গে শিক্ষকদের ৯ দফা সমঝোতায় শিক্ষকদের স্বার্থবিরোধী বিভিন্ন ধারা বাতিল, তৃতীয় বিভাগধারী নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এমপিওভুক্তকরণ, তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্তদের শিক্ষকতা পেশায় আসার সুযোগ প্রদান এবং নবগঠিত শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট কমিটি বাতিল করে শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্বশীল নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ট্রাস্ট কমিটি গঠন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের ব্যানারে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীরা তাদের দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছে। অথচ তাদের এ দাবী-দাওয়ার ব্যাপারে সরকার নীরব। ওয়াকিবহাল মহলের অজানা নেই যে, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় আসার আগে শিক্ষকদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেছিলেন, তারা ক্ষমতায় এলে শিক্ষকদের রাজপথে আন্দোলন করতে হবে না। কিন্তু নির্মম পরিহাস এই যে, এই সরকারের ৫ বছরে শিক্ষকরা রাজপথ থেকে ঘরে ফিরতে পারেনি। বিগত সরকারের আমলে বেসরকারী স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা শিক্ষকরা তাদের বেতন-ভাতার শতকরা ৮০ ভাগ লাভ করেছিল। তাদের দাবী ছিল শতকরা ১০০ ভাগের। এই সরকারের আমলে পূর্ব কথিত সমঝোতায় আরো ১০ ভাগ বেতন বাড়িয়ে ৯০ ভাগ করা হয়েছে বটে তবে ঐ সমঝোতায় এমন কিছু ধারা সংযোজন করা হয়েছে, যাতে শিক্ষকদের স্বার্থ মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। এতে তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত বহু শিক্ষকদের চাকরি অবসানের ব্যবস্থা রয়েছে এবং তৃতীয় বিভাগধারীদের চাকরিপ্রাপ্তি রহিত করা হয়েছে। এছাড়া এই সরকারের আমলে শিক্ষকদের অবসর ভাতা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বেতন স্কেলে বাড়ী ভাড়া ও চিকিৎসা ভাতার নামে শিক্ষকদের সঙ্গে রীতিমত মশকরা করা হয়েছে। বেসরকারী স্কুল ও মাদ্রাসার মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বৈষম্য রয়েছে তা দূরীকরণে এতটুকু উদ্যোগ-পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজনীয়তা সরকার বোধ করেনি। উপরন্তু মাদ্রাসা শিক্ষাকে নানাভাবে সঙ্কুচিত ও বাধাগ্রস্ত করার অপচেষ্টা চালিয়েছে।

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের দাবী-দাওয়ার যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্নের অবকাশ নেই। শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে যেমন সমতা থাকা উচিত তেমনি শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রেও সমতা থাকা আবশ্যক। সরকারী-বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নানা ক্ষেত্রে অসমতা ও বৈষম্য রয়েছে। একইভাবে উভয় শ্রেণীর শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রেও বৈষম্য রয়েছে। একই মানের শিক্ষা পেতে হলে দু'ক্ষেত্রের অসমতা ও বৈষম্য দূর করা অপরিহার্য। বলার অপেক্ষা রাখে না, অধিকাংশ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা কম থাকায় শিক্ষক-কর্মচারীদের আর্থিক অনটন ও মানসিক সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। চাকরির নিশ্চয়তা ও অবসর ভাতা না থাকলে তাদের মধ্যে হতাশা দেখা দেয়া অসম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে বেসরকারী স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় ভালো শিক্ষক পাওয়ার সমস্যা দেখা দিতে পারে। অন্যদিকে লেখাপড়ার মানও হতে পারে হতাশাজনক। এই সবদিক বিবেচনায় আনলে অবশ্যই বেসরকারী শিক্ষকদের অবস্থান সরকারী শিক্ষকদের অবস্থানে উন্নীত করতে হবে। এর বিকল্প হতে পারে না। আমরা বোধগম্য কারণেই বেসরকারী শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া সমর্থন করি এবং অবিলম্বে এই দাবী-দাওয়া মেনে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানাই।